জর্জ স্পটলাইট

GEORGE TELEGRAPH
SINCE 1920
www.georgetelegraph.com

সংখ্যা ঃ ৭ • ২৮ ডিসেম্বর, ২০২৪

SUBINAY ADHIKARI
Electrical Technician

জর্জ টেলিগ্রাফের হাত ধরে কর্মসংস্থানে ‘সোনার প্রত্যাবর্তন’ সুবিনয়ের

‘গোল্ডেন কামব্যাক’ - পেশা হোক কিংবা খেলার মাঠ, সর্বক্ষেত্রেই মানিয়ে যায় এই বহুল প্রচলিত উদ্ধৃতিটি। লড়াই প্রতিটি মানুষের জীবনে থাকে। কারও বেশি, কারও অপেক্ষাকৃত কম। জর্জ টেলিগ্রাফ ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ছাত্র সুবিনয় অধিকারীর জীবনেও তাই। ছোটবেলা থেকেই সংগ্রামই তাঁর জীবনের গতিপথ। তিনি নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসেছেন। তাঁর বাবা যতদিন জুটমিলে কাজ করতেন, ততদিন কোনওক্রমে কেটে যাচ্ছিল সংসার, কিন্তু বাবা অসুস্থ হয়ে বসে যেতেই সাতজনের সংসারের দায়িত্ব সুবিনয়ের কাঁধে এসে পড়ে।

সেই কঠিন পথকে মসৃণ করেছিল জর্জ টেলিগ্রাফ। যখন তিনি ভাবছিলেন কী করবেন, ভবিষ্যৎ কী হবে। সেইসময় ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জর্জের ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান বিভাগে ভর্তি হন শিক্ষার্থী হিসেবে। ২০০৯ সালে ভাল মার্কস নিয়ে পাশ করে বেশিদিন বসে থাকতে হয়নি। জর্জ টেলিগ্রাফ থেকেই তাঁকে তারাতলা মোড়ে ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে চাকরির প্লেসমেন্ট দেওয়া হয়। সুবিনয় ওই কোম্পানিতে যোগ দিয়েছিলেন ডিজে অপারেটার (জেনারেটর টেকনিশিয়ান) হিসেবে।

ব্রিটানিয়া কোম্পানিতে টানা ১৪ বছর কাজ করেছেন বজবজ হেতালখালির ৩৯ বছরের বাসিন্দা সুবিনয়। বেশ ভালই চলছিল, সংসারে সেই টানাটানি ছিল না। কিন্তু সুবিনয়ের জীবনে ছন্দপতন ঘটল গতবছরের মাঝামাঝি সময়ে। বন্ধ হয়ে গেল নামী ওই কোম্পানি। মাথায় হাত পড়ল জর্জের প্রাক্তনীর। দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন স্ত্রী, সন্তানদের নিয়ে। কোথায় যাবেন কী করবেন, এই ভেবে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন সুবিনয়।

সেইসময় ফের তাঁর জীবনে আলোকবর্তিকা হিসেবে দেখা দিল জর্জ টেলিগ্রাফ। এই দুঃসময়ে সুবিনয় পাশে পেলেন জর্জের আধিকারিকদের। যাঁরা তাঁকে আবারও বিকল্প কর্মসংস্থানের দিশা দেখালেন। এই মুহূর্তে দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত এক মলের সিনিয়র ইলেকট্রিক্যাল টেকনিশিয়ান হিসেবে যোগ দিয়েছেন তিনি। সুবিনয়ের এই ‘সোনার প্রত্যাবর্তন’-এর সঙ্গী হল জর্জ টেলিগ্রাফ। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সুবিনয় বলেছেন, “আমার কাছে ঈশ্বরের ভূমিকায় হাজির হয়েছে জর্জ টেলিগ্রাফ। তারা আমাকে জীবনে দু’বার কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে দিয়েছে। এমন একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিখতে পেরেছি বলে নিজেকে গর্বিত মনে হয়। এখানকার স্যারদের ব্যবহার শিক্ষণীয় যে কোনও শিক্ষার্থীদের কাছে।” পাশাপাশি কারিগরি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীর মন্তব্য, “সেইসময় আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে প্রতিটি ক্লাস করেছিলাম, সফলও হয়েছিলাম। ভাল ফল করেছিলাম বলেই তাঁরাও আমার প্রতি বাড়তি নজর দিয়েছেন। তাই যে কোনও শিক্ষার্থীদের কাছে আমার অনুরোধ, পেশাদার মঞ্চ সহজ নয়, তাই নিজেকে প্রতিনিয়ত উন্নত করতে না পারলে এই প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা মুশকিল।”